দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 09 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫ ...

জবি'র উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় আইনই প্রধান বাধা

—সংবাদ সম্মেলনে ভিসি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনই প্রধান বাধা। আইনের কয়েকটি ধারার কারণে যেমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। শিক্ষাকার্যক্রম অনুকূল না হওয়ায় বারবার শিক্ষার্থীরা আন্দোলন-সংগ্রাম করছে। এসব দিক বিবেচনা করে শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিবর্তন আসছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান।

নানা বাধা-বিপত্তির পরও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবী করে ভিসি বলেন, আগে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া হতো অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে। এখন পুরোপুরিভাবে ভর্তিবাণিজ্য, বদলিবাণিজ্য, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ হয়েছে।

'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ বছর পর নিজস্ব অর্থায়নে সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে'- আইনে এমন ধারা উল্লেখ থাকায় প্রতিষ্ঠানটিতে লেখাপড়া করা অনেক ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এ কারণেই মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন-সংগ্রামসহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, অসঙ্গতিপূর্ণ ধারাসমূহ শিগগিরই পরিবর্তন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

এ ছাড়া ২০০৮-২০০৯ সেশনে নতুন কয়েকটি বিষয় যথাক্রমে- ফার্মেসি, কম্পিউটার সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন, আইন, অ্যানথ্রোপলজি, জার্নালিজম, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এবং দুটি সেন্টার যথাক্রমে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স ও সাইবার সেন্টার খোলা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম সিরাজুল ইসলাম খান, ট্রেজারার প্রফেসর আবু হোসেন সিদ্দিক, প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান, গণসংযোগ কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক হোসেনসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন।